দৈনিক সংবাদ

তারিখ 26 MAY 1991
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৫

220

ভার্সিটি ক্যাম্পাসে তীব্র উত্তেজনা

বিভিন্ন হলে অস্ত্রধারী বহিরাগতরা অবাধে ঘুরে বেড়াচ্ছে

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে গত প্রায় পক্ষকালব্যাপী বিরাজমান উত্তেজনা অব্যাহত রয়েছে। ক্যাম্পাসে বিপুলসংখ্যক পুলিশ ও বিডিআর মোতায়েন করা হয়েছে। হলগুলোতে বিভিন্ন মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত বহিরাগতরা অবাধে ঘুরে বেড়াচ্ছে। একজন উর্ধ্বতন পুলিশ কর্মকর্তা জানিয়েছেন, অস্ত্রধারীদের গ্রেফতারের ক্ষেত্রে কৌশলগত অসুবিধা থাকায় কাউকে গ্রেফতার করা সম্ভব নয়।

এদিকে বিবদমান ছাত্র সংগঠন দু'টির সমর্থকরা সংঘর্ষের শুরু থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের চারটি হলকে ঘিরে তাদের শক্তির সমাবেশ ঘটিয়ে চলছে। যতই দিন যাচ্ছে সংগঠন দু'টির সমর্থকদের অবৈধ অস্ত্র সমাবেশ ততই বৃদ্ধি পাচ্ছে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন আবাসিক শিক্ষক জানিয়েছেন, আইন-শৃংখলার ক্ষেত্রে অচলাবস্থা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে আর কখনো এত দীর্ঘস্থায়ী হয়নি।

গত ১৫ই মে বুধবার একটি ছাত্র সংগঠনের একজন কর্মীকে লাঞ্ছিত করার ঘটনাকে কেন্দ্র করে দু'টি সংগঠনের মধ্যে সশস্ত্র সংঘর্ষ হয়। এ ঘটনার জের হিসেবে পরদিন বৃহস্পতিবারও ক্যাম্পাসে গোলাগুলি চলে। তবে গত বৃহস্পতিবার সর্বশেষ সংঘর্ষের পর ক্যাম্পাসে গোলাগুলির আর কোন ঘটনা ঘটেনি।

সংঘর্ষের শুরুতেই জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের সমর্থকদের বিশ্ববিদ্যালয়ের সলিমুল্লাহ হল ও জহুরুল হক হল থেকে এবং ছাত্রলীগ (শা-অ) সমর্থকদের মুহসীন, সূর্যসেন ও

ক্যাম্পাস ঃ পৃঃ ৮ কঃ ১

ক্যাম্পাস ঃ অস্ত্রধারীরা ঘুরে বেড়াচ্ছে

(১ম পাতার পর)

জসীমউদ্দীন হল থেকে বের করে দেয়া হয়। এ ঘটনায় প্রায় ৫ শতাধিক ছাত্র তাদের নিজ নিজ হলে অবস্থান করার সুযোগ হারায়। এ অবস্থা এখনো অব্যাহত রয়েছে।

প্রতিবাদ সমাবেশ ও বিবৃতি

ক্যাম্পাসে সন্ত্রাসের প্রতিবাদে ও সন্ত্রাসকারীদের অবিলম্বে গ্রেফতার ও বিচারের দাবীতে বিবদমান সংগঠন দু'টিসহ বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন গতকাল ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশের আয়োজন করে।

ছাত্রলীগ (হা-অ) আয়োজিত সমাবেশে ছাত্রনেতা গোলাম মোস্তফা সুজন ও কামরুজ্জামান আনসারী বক্তব্য রাখেন।

কার্জন হল চত্বরে আয়োজিত সমাবেশে নেতৃবৃন্দ অবিলম্বে ডাঃ মিলন হত্যার বিচারসহ ছাত্র সমাজের ১০ দফা বাস্তবায়ন, অস্ত্রমুক্ত ক্যাম্পাস প্রতিষ্ঠা ও গণঅভ্যুত্থানের চেতনা বাস্তবায়নের জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান।

ছাত্রদল

জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল আয়োজিত সমাবেশে ছাত্রনেতা খায়রুল কবির খোকন, ফজলুল হক মিলন, রিজভী আহমেদ, ইলিয়াস আলী, হাবি-উন-নবী সোহেল ও আলী আব্বাস নাদিম বক্তব্য রাখেন।

ডাকসু ভবনের সামনে আয়োজিত সমাবেশে খায়রুল কবির খোকন বলেন, সন্ত্রাসীদের আশ্রয় দিয়ে আওয়ামী লীগ ডাঃ মিলন হত্যাকে জায়েজ ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডকে স্বীকৃতি দিয়েছে।

তিনি অবিলম্বে যেকোন অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য ছাত্র সমাজের প্রতি আহ্বান জানান। সমাবেশ থেকে অবিলম্বে অস্ত্রধারী সন্ত্রাসী ও ডাঃ মিলন হত্যাকারীদের গ্রেফতার ও বিচারের দাবী জানানো হয়।

এছাড়া একই দাবীতে সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্ট আয়োজিত সমাবেশে ছাত্রনেতা বেলাল চৌধুরী ও রাজেকুজ্জামান রতন এবং বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন আয়োজিত সমাবেশে ছাত্রনেতা আসলাম খান, সুনীল দাস ও আহমেদ শাহীন জুয়েল বক্তব্য রাখেন।